Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেরিন আফরোজ

রোলঃ 23090121733

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেরিন আফরোজ

রোলঃ 23090121733

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জেরিন আফরোজ, আইডিঃ 23090121733 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেরিন আফরোজ

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

জেরিন আফরোজ

আইডিঃ 23090121733

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 5

জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয়ভীতি 5

জান্নাত ও জাহান্নামের নাম সমূহ 9

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান 16

জান্নাত ও জাহান্নামের দরজা সমূহ 22

প্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং প্রথম যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে 25

জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী 29

অধিকাংশ জাহান্নামী 31

সর্বনিম্ন জাহান্নামীদের শাস্তিঃ 34

জান্নাতি ও জাহান্নামীদের পোশাক পরিচ্ছেদ 36

জান্নাত ও জাহান্নামের বিছানা 41

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের খাদ্য 43

জান্নাতীদের পানীয় ও এর নহরসমূহ এবং জাহান্নামীদের পানীয় 47

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের শরীরের হাড়সমূহ 55

জান্নাতেরবৃক্ষ ও এর ছায়া এবং জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর ছায়া 58

জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং জাহান্নামে প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদ 64

জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার এবং জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি 66

জান্নাতের পথ ও জাহান্নামের পথ 71

জান্নাতে যাওয়ার উপায়সমূহ সংক্ষেপেনিম্নরূপ: 75

জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ 76

ভূমিকাঃ

'মহাসফলতা' বলতে আমরা 'জান্নাত' কে বুঝি আর 'চূড়ান্ত ব্যর্থতা' বলতে 'জাহান্নাম'এর কঠিন শাস্তিকে বুঝি।মৃত্যুর পর আখিরাতে যারা জান্নাত লাভ করবে তারা জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের সাথে প্রকৃত সফলতা পাবে আর যাকে জাহান্নামের কঠিন আযাব দেওয়া হবে সে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমিএকটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা 'মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা'বর্ণনা করেছি আর তা হলো জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوۡدَهٗ یُدۡخِلۡهُ نَارًا خَالِدًا فِیۡهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ﴿۱۴﴾

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সকলকে (তোমাদের কর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে। অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জান্নাতের বিপরীতে) পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

—আলে ইমরান - **১৮৫**

আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। নিঃসন্দেহে প্রকৃত সফলতা হলো জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া।

জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয়ভীতি

জান্নাতের সুসংবাদঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ سَارِعُوۡۤا اِلٰی مَغۡفِرَۃٍ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ جَنَّۃٍ عَرۡضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الۡاَرۡضُ ۙ اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۱۳۳﴾ۙ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ فِی السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ وَ الۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۳۴﴾ۚ وَ الَّذِیۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَۃً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ ذَکَرُوا اللّٰهَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِهِمۡ ۪ وَ مَنۡ یَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَ لَمۡ یُصِرُّوۡا عَلٰی مَا فَعَلُوۡا وَ هُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۵﴾ اُولٰٓئِکَ جَزَآؤُهُمۡ مَّغۡفِرَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَ جَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَ نِعۡمَ

اَجۡرُ الۡعٰمِلِیۡنَ ﴿۱۳۶﴾قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ سُنَنٌ ۙ فَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُکَذِّبِیۡنَ ﴿۱۳۷﴾

"আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার প্রস্থ আসমানসমূহ ও kযমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে ? আর তারা যা করেছে জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!" [সূরাআলে-'ইমরান: ১৩৩-১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতার কথা আলোচনার পরে বলেছেন,

قُلۡ اَؤُنَبِّئُکُمۡ بِخَیۡرٍ مِّنۡ ذٰلِکُمۡ ؕ لِلَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا عِنۡدَ رَبِّہِمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا وَ اَزۡوَاجٌ مُّطَہَّرَۃٌ وَّ رِضۡوَانٌ مِّنَ اللّٰہِ ؕ وَ اللّٰہُ بَصِیۡرٌۢ بِالۡعِبَادِ ﴿۱۵﴾یۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾اَلصّٰبِرِیۡنَ وَ الصّٰدِقِیۡنَ وَ الۡقٰنِتِیۡنَ وَ الۡمُنۡفِقِیۡنَ وَ الۡمُسۡتَغۡفِرِیۡنَ بِالۡاَسۡحَارِ ﴿۱۷﴾

"বলো, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অর্জন করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি'। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। যারা বলে, 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন'। যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।" [আলে ইমরান: ১৫-১৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেন,

يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فا قرأوا إن شئتم : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْ فِي لَهُم مَن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون (َ

"আল্লাহ তা 'আলা বলবেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি কোন কান শুনেনি এবং কোন করেনি। তোমরা যদি চাও এ মানুষের অন্তর কখনো তা চিন্তা কথার সমর্থনে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে পার।

فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّآ أُخۡفِىَ لَهُمۡ مِّنۡ قُرَّةِ أَعۡيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعۡمَلُونَ ﴿١٧﴾

"অতঃপর কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ।" [সূরা আস-সাজদা, আয়াত: ১৭] 1

----

1 বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৮২৪|

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

সাহাল ইবন সা'দ আস-সা'আদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের এক সাওত তথা সামান্য চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে অনেক উত্তম।"1

وعن أنس له يرفعه: غَدْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

“এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর চেয়ে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর চেয়ে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে

দুনিয়াতে সব কিছু আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর ওড়না দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম"2

1বুখারী হাদিস নং ২৭৯৬।

2 বুখারী হাদিস নং ৬৫৬৭।

জাহান্নানের ভয়ভীতিঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَ يَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۶﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সে অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করে না, এবং তা-ই সম্পাদন করে, যা তাদের আদেশ করা হয়।" [সূরা আত্ব-
তাহরীম: ৬]

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো, পরিবার পরিজনকে কল্যাণকর কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, তাদেরকে শিক্ষা দাও ও আদব শিখাও কল্যাণকর কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং তাদেরকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে উপদেশ দাও।1

1তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৩৯২, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩৬৭।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىۡ وَقُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَةُ ۖۚ اُعِدَّتۡ لِلۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۲۴﴾

"অতঃএব তোমরা সে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৪]

فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰی ﴿۱۴﴾ لَا یَصۡلٰهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَی ﴿۱۵﴾ الَّذِیۡ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰی ﴿۱۶﴾

"অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে, তাতে নিতান্ত হতভাগা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না; যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" [সূরা আল-লাইল,
আয়াত: ১৪, ১৬]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও উম্মতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালিয়েছে, অতঃপর কীটপতঙ্গ উড়ে এসে তাতে পতিত হতে শুরু করল। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের কোমর ধরে (আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি), তোমাদেরকে বলছি আগুন থেকে বাঁচো, আগুন থেকে বাঁচো, আর তোমরা জোরপূর্বক আগুনে পতিত হচ্ছো। 1

1মুসলিম, হাদীস নং ২২৮৪।

জান্নাত ও জাহান্নামের নাম সমূহ

জান্নাতের নাম সমূহঃ

১.জান্নাতঃ এটি এমন একটি আবাস যে আবাসে আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাহদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন যাতে রয়েছে অফুরন্ত ও অসংখ্য নেয়ামত, অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি, অন্তহীন খুশি, আনন্দ ও চিরস্থায়ী শান্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَقَدۡ كَانَ لِسَبَاٍ فِیۡ مَسۡكَنِهِمۡ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنۡ يَّمِيۡنٍ وَّ شِمَالٍ ۬ؕ كُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِ رَبِّكُمۡ وَ اشۡكُرُوۡا لَهٗ ؕ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوۡرٌ ﴿۱۵﴾

"নিশ্চয় সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শন: দু'টি উদ্যান, একটি ডানে ও অপরটি বামে।" [সূরা
সাবা': ১৫]

বিভিন্ন হাদীকা শব্দটি হাদায়িক শব্দের এক বচন। এর অর্থ গাছপালা ও খেজুর গাছ বিশিষ্ট বাগান। এটা বাগান। হাদীকাকে এ নামকরণ করা হয় চোখের তারার সাথে সাদৃশ্য ও এতে পানি পৌঁছার কারণে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ مَفَازًا ﴿۳۱﴾حَدَآئِقَ وَ اَعۡنَابًا ﴿۳۲﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরসমূহ।" [সূরা আন-নাবা': ৩১-৩২]

আল্লাহ তা 'আলা কুরআনে জান্নাত শব্দটি এক বচনে ৬৬ বার বলেছেন, আর বহু বচনে ৬৯ বার বলেছেন।1

1মু'জামমুল মুফাহরিস লি আলফাযিল কুরআন :৮০-৮২

২.দারুস সালামঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَهُمۡ دَارُ السَّلٰمِ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ وَ هُوَ وَلِيُّهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۲۷﴾

"তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে দারুস-সালাম তথা শান্তির আবাস" [সূরা আল-আন'আম: ১২৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَ اللّٰهُ يَدۡعُوۡۤا اِلٰی دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَ يَهۡدِیۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۲۵﴾

"আর আল্লাহ দারুস-সালাম তথা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।" [সূরা ইউনুস: ২৫]
সব বিপদআপদ ও বালামুসিবত থেকে এটা নিরাপদ আবাস।'

৩.দারুল খুলদঃ এ নামে নামকরণ করার কারণ হচ্ছে জান্নাতীরা কখনোই তা হতে বের হবে না।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

عَطَآءً غَيۡرَ مَجۡذُوۡذٍ ﴿۱۰۸﴾

'অব্যাহত প্রতিদানস্বরুপ'। [সূরা হূদ: ১০৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

ادۡخُلُوۡهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوۡمُ الۡخُلُوۡدِ ﴿۳۴﴾

"তোমরা তাতে শান্তির সাথে প্রবেশ কর। এটাই স্থায়িত্বের দিন।"
[সূরা ক্বাফ: ৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

اِنَّ هٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهٗ مِنۡ نَّفَادٍ ﴿ۚۖ۵۴﴾

"নিশ্চয় এটি আমার দেয়া রিযিক, যা নিঃশেষ হওয়ার নয়।
[সূরা ছোয়াদ: ৫৪]

৪.দারুল মুকামাহঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَۃِ مِنۡ فَضۡلِہٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

"যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী নিবাসে স্থান দিয়েছেন যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না।" [সূরা ফাতির: ৩৫]

৫জান্নাতুল মাওয়াঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

عِنۡدَہَا جَنَّۃُ الۡمَاۡوٰی ﴿ؕ۱۵﴾

"যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত।" [সূরা আন-নাজম: ১৫]

৬.জান্নাতুন আদনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

جَنّٰتِ عَدۡنِ الَّتِیۡ وَعَدَ الرَّحۡمٰنُ عِبَادَہٗ بِالۡغَیۡبِ ؕ اِنَّہٗ کَانَ وَعۡدُہٗ مَاۡتِیًّا۶۱﴿

"তা চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন গায়েবের সাথে।" [সূরা মারইয়াম: ৬১]

৭.আল-ফিরদাউসঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡوٰرِثُوۡنَ ﴿ۙ۱۰﴾نَ یَرِثُوۡنَ الۡفِرۡدَوۡسَ ؕ ہُمۡ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۱﴾

"তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-মু'মিনূন: ১০-১১]

ফিরদাউস অর্থ এমন এক বাগান যাতে এমন সব কিছু পাওয়া যায় যা বিভিন্ন বাগানে পাওয়া যায়।[1]

____

[1] ফাতহুল বারী:৬-১৩,ক্বামুসূল মুহীত:পৃষ্ঠা নং ৭২৫

৮.জান্নাতুন নাঈমঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِيۡمِ ۙ﴿۸﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুন-নাঈম তথা নিআমতপূর্ণ জান্নাত।" [সূরা লুকমান: ৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

اِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ ﴿۳۴﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিআমতপূর্ণ জান্নাত।" [সূরা আল কলাম: ৩৪]

৯.আল মাকামুল আমীনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِيۡ مَقَامٍ اَمِيۡنٍ ﴿ۙ۵۱﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে।" [সূরা আদ-দুখান: ৫১]

মাকাম শব্দের অর্থ অবস্থানের জায়গা। আর আল-আমীন অর্থ সব ধরনের দোষ-ত্রুটি ও বিপদ-আপদ হতে নিরাপদ হওয়া। এটা এ জান্নাতকে বলা হয়, যে জান্নাত সব ধরনের নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।1

১০.মাক'আদু সিদকীনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِيۡ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ ﴿ۙ۵۴﴾فِيۡ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِنۡدَ مَلِيۡكٍ مُّقۡتَدِرٍ ﴿۵۵﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ- বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহা অধিপতির নিকটে।" [সূরা আল-ক্বমার ৫৪-৫৫]

এ জান্নাতকে এ নামে নাম করণ করার কারণ হলো, এ জান্নাতে যত সুন্দর সুন্দর আসন ও বসার স্থান চাওয়া হয়, সবই পাওয়া 'সত্যিকার ভালবাসা' যখন তার মধ্যে যায়। যেমন বলা হয় সত্যিকার ও পরিপূর্ণরূপে ভালবাসা পাওয়া যায়। 2

1হাদিয়ুল আরোয়াহ, পৃ: ১১৬

2 হাদিয়ুল আরোয়াহ,পৃ:১১৭

জাহান্নামের নামসমূহঃ

১.আন-নারঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۳۹﴾

"আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"[সূরা আল-বাকারাহ: ৩৯]

আল্লাহ তা'আলা আন-নার শব্দটি কুরআনে ১২৬ বার বলেছেন, আর নারান)نارًا(শব্দটি ১৯ বার বলেছেন।

যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ﴿۳﴾

"অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে।" [সূরা আল-মাসাদ: ৩]

২.জাহান্নামঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادًا ﴿۲۱﴾ لِّلطّٰغِيۡنَ مَاٰبًا ﴿۲۲﴾

"নিশ্চয় জাহান্নাম গোপন ফাঁদ। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল।" [সূরা আন-নাবা': ২১-২২]

৩.আল-জাহীমঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ بُرِّزَتِ الۡجَحِیۡمُ لِمَنۡ یَّرٰی ﴿۳۶﴾

"আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে তার জন্য যে দেখতে পায়।" [সূরা আন-নাঝি'আত: ৩৬]

৪.আস-সায়ীরঃআল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَرِیۡقٌ فِی الۡجَنَّۃِ وَ فَرِیۡقٌ فِی السَّعِیۡرِ ﴿۷﴾

"একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জ্বলন্ত আগুনে।" [সূরা আশশুরা: ৭]

৫.সাকারঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا سَقَرُ ﴿ؕ۲۷﴾لَا تُبۡقِیۡ وَ لَا تَذَرُ ﴿ۚ۲۸﴾

"কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না।" [সূরা আল-মুদ্দাসির: ২৭-২৮]

৬.আল-হুতামাহঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

کَلَّا لَیُنۡۢبَذَنَّ فِی الۡحُطَمَۃِ ۫﴿ۖ۴﴾

"কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা 'য়।" [সূরা আল-হুমাঝাহ: ৪]

৭.আল-হাবিয়াহঃআল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُہٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّہٗ ہَاوِیَۃٌ ؕ﴿۹﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا ہِیَہۡ ﴿ؕ۱۰﴾نَارٌ حَامِیَۃٌ ﴿۱۱﴾

"আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া। আর তোমাকে কিসে জানাবে হাবিয়া কি ? প্রজ্বলিত অগ্নি।" [আল-

ক্বারি'আহ: ৮-১১]

৮.দারুল-বাওয়ারঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡنَ بَدَّلُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ کُفۡرًا وَّ اَحَلُّوۡا قَوۡمَهُمۡ دَارَ الۡبَوَارِ ﴿۲۸﴾جَهَنَّمَ ۚ یَصۡلَوۡنَهَا ؕ وَ بِئۡسَ الۡقَرَارُ ﴿۲۹﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখ না, যারা আল্লাহর নিআমতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে
দিয়েছে?জাহান্নামে, যাতে তারা দগ্ধ হবে , আর তা কতোইনা নিকৃষ্ট অবস্থান!।" [সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯]

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান

জান্নাতের অবস্থানঃআল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

کَلَّاۤ اِنَّ کِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِیۡ عِلِّیِّیۡنَ ﴿۱۸﴾وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا عِلِّیُّوۡنَ ﴿۱۹﴾

"কখনো নয়, নিশ্চয় নেককার লোকদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে। কিসে তোমাকে জানাবে 'ইল্লিয়্যীন' কী।" [সূরা

মুতাফফিফীন: ১৮-১৯]

আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' বলেন, 'ইল্লিয়্যীন' অর্থ জান্নাত, অথবা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত একটি স্থান।1

ইমাম ইবন্ কাসীর রহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইল্লিয়্যিন শব্দটি 'উলু শব্দ হতে নির্গত। যখন কোন বস্তু উপরে অবস্থান করে, তখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার মহত্ব বাড়তে থাকে।

----

1. তাফসীরে বাবী: ৪৬০/৪, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪৮৭/৪

এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَ مَآ اَدۡرٰىکَ مَا عِلِّیُّوۡنَ ﴿۱۹﴾

"কিসে তোমাকে জানাবে 'ইল্লিয়্যীন' কী"?

ইমাম ইবন্ কাসির রহ. আল্লাহর তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর তাফসীরে বলেন,
وَ فِی السَّمَآءِ رِزۡقُکُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ ﴿۲۲﴾

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু।" [সূরা আয-যারিয়াত-22]

এখানে তোমাদের রিযিক অর্থ বৃষ্টি আর তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার অর্থ হল, জান্নাত। 2

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهَا أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ يُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»

"তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে , তখন জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করবে। কারণ, তা হল, উত্তম, উৎকৃষ্ট ও উন্নত জান্নাত। এ জান্নাতের উপর রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর আরশ, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।" 1

---

1 বুখারী,হাদীস নং:২৭৯০

জাহান্নামের অবস্থানঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

کَلَّاۤ اِنَّ کِتٰبَ الۡفُجَّارِ لَفِیۡ سِجِّیۡنٍ ؕ﴿۷﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا سِجِّیۡنٌ ؕ﴿۸﴾

"কখনো নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের 'আমলনামা সিজ্জীনে। কিসে জানাবে যে 'সিজ্জীন' কী? লিখিত কিতাব।" [সূরা তোমাকে জানাবে মুতাফফিফীন: ৭-৯]

অর্থাৎ তাদের আবাসস্থল হল সিজ্জীনে, سجين শব্দটি فعيل ওজনে السجن হতে নির্গত। এর অর্থ সংকীর্ণ।মানে এটি মারাত্মক সংকীর্ণ জায়গা।1

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ইমাম বগবী রহ. ও ইমাম ইবনে রজব রহ. একাধিক হাদীস উল্লেখ করেন তাতে তিনি বলেন, সিজ্জীন হল, সপ্ত যমীনের নিচে। অর্থাৎ, যেমনি-ভাবে জান্নাত সাত আসমানের উপরে অনুরূপভাবে জাহান্নাম সপ্ত যমীনের নীচে একটি স্থান। 2

ইমাম ইবন কাসীর রহ.বলেন, سجين শব্দটি السجن থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ সংকীর্ণ। কেননা সৃষ্টিকুল যখনই নিম্নে পতিত হয় তখন সংকীর্ণ হতে থাকে , আর যখন উপরে উঠতে থাকে তখন বিস্তৃত হতে থাকে। সপ্ত আসমান এ কটির চেয়ে উপরেরটি প্রশস্ত। এমনিভাবে জমিনের সাত স্তরের নিম্নের তুলনায় উপরের স্তর প্রশস্ত, এভাবে সবচেয়ে নিচের স্তর সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ। সর্বাধিক নিম্নতম স্থান হলো জমিনের সপ্তম স্তর।

অতঃপর ইমাম ইবন কাসীর রহ বলেন, পাপাচারীর স্থান হলো জাহান্নাম, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سٰفِلِیۡنَ﴿۵﴾
اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَیۡرُ مَمۡنُوۡنٍ﴿۶﴾

"তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে , তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" [সূরা: আত্-তীন: ৫-৬]

____

1 তাফসীরে ইবনে কাসীর:৪/৪৮৫,তাফসীরে বগবী:৪/৪৫৭

2 তাফসীরে বগবী:৪/৪৫৮-৪৫৯,তাফসীরে ইবনে কাসীর:৪/৪৮৫-৪৮৬,তাখফীফ মিনান নার লেখক, ইবনে রজব পৃষ্ঠা:৬২-৬৩

দলে দলে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া

জান্নাতের দিকে দলে দলে নিয়ে যাওয়াঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ سِيۡقَ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ اِلَى الۡجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا وَ فُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡهَا خٰلِدِيۡنَ ﴿۷۳﴾ وَ قَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ صَدَقَنَا وَعۡدَهٗ وَ اَوۡرَثَنَا الۡاَرۡضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ ﴿۷۴﴾

"আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর'। আর তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদাকে সত্য করেছেন। আর আমাদেরকে যমীনের অধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাসের জায়গা করে নেব। অতএব (নেক) আমলকারীদের প্রতিফল কতইনা উত্তম!' [সূরা যুমার: ৭৩-৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كوكب دري فِي السَّمَاءِ إضاءة، لا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا

يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَتَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ الأَنْجُوجُ، عُودُ الطيب وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

আবু হুরাইরা রা দিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন, "সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতের প্রবেশ করবে তার আকৃতি হবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের আকৃতি। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি জান্নাতের প্রবেশ করবেন, তাদের আকৃতি হবে আকাশে প্রজ্জলিত নক্ষত্রের মত তারা সেখানে পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, তাদের কোন থুথু হবে না, তাদের চিরনি হবে স্বর্ণের, তাদের ঘাম হবে মিশকের, তা স্ত্রীরা হবে ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুর। তাদেরকে একই ব্যক্তির আকৃতিতে সৃষ্টি করা হবে। অর্থাৎ, তাদের পিতা আদম আলাই সালামের আকৃতি। তাদের দৈর্ঘ্য হবে ষাট গজ।"1

1বুখারী, হাদিস নং:৩৩২৭

কাফিরদের কে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়াঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

"আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত'? তারা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল'; কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল। বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!" [সূরা যুমার: ৭১-৭২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِيَ تَفُوْرُ ۙ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾ وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾

"আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল! যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে। আর তা উখলিয়ে উঠবে। ক্রোধে তা ছিন্ন-ভিন্ন হবার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। তখন আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছ'। আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।" [সূরা আল-মুলক: ৬-১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا(٩٧)

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۹۸﴾

আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অভিভাবক পাবে না। আর আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, 'আমরা যখন হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব'?" [সূরা আল-ইসরা: ৯৭-৯৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,
اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ﴿۴۷﴾ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿۴۸﴾

"নিশ্চয় অপরাধীরা রয়েছে ভ্রষ্টতা ও (পরকালে) প্রজ্বলিত আগুনে নিমজ্জিত হবে। সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের ছোঁয়া আস্বাদন কর।" [সূরা আল-কামার: ৪৭-৪৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,
اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۰﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ﴿۷۱﴾

"যারা কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।" [সূরা আল-মু'মিন: ৭০-৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,
خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿۳۱﴾ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿۳۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿۳۳﴾

(বলা হবে,) তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর তাকে তোমরা নিক্ষেপ কর জাহান্নামে'। 'তারপর তাকে বাঁধ এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত।' সে তো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করত না, [সূরা আল-হাক্কা: ৩০-৩৩]

জান্নাত ও জাহান্নামের দরজা সমূহ

জান্নাতের দরজা আটটিঃ

عن عمر بن الخطاب له عن النبي ﷺ قال: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.«

'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণ রূপে ওযু করবে অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে।" 1

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

সাহাল ইবন স'আদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে আটটি দরজা আছে, তাতে রাইয়ান নামে একটি দরজা আছে, রোজাদার ব্যতীত কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।" 2

1মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪।

2 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَبِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم«

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ আল্লা হর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তা কে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালা তের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সা 'দকা দানকারী তাকে সা 'দকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবু ব কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, যাকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে তার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি এমন কেউ থাকবে যাকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাঁদের মধ্যে হবে।"[1]

1বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৭

জাহান্নামের দরজাসমূহঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জাহান্নামের সাতটি দরজার কথা বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۴۳﴾ لَهَا سَبۡعَةُ اَبۡوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُوۡمٌ ﴿۴۴﴾

"আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান। 'তার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী।" [সূরা আল-হিজর: ৪৩, ৪৪]

জাহান্নামীরা দরজায় পৌঁছলেই তাদের জন্য তা খুলে দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ سِيۡقَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا فُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ رُسُلٌ مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡنَ عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِ رَبِّكُمۡ وَ يُنۡذِرُوۡنَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هٰذَا ؕ قَالُوۡا بَلٰى وَ لٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ الۡعَذَابِ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۷۱﴾

"আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে।" [সূরা আল-যুমার: ৭১]

তাদের প্রবেশের পরে দরজা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ﴿۱۹﴾ عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ ﴿۲۰﴾

"আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই দুর্ভাগা। তাদের উপর থাকবে অবরুদ্ধ আগুন।" [সূরা আল-বালাদ: ১৯-২০]

জাহান্নামের দরজাগুলো সব সময় বন্ধ থাকবে কোন আনন্দ সেখানে প্রবেশ করবে না আবার সেখানকার কোন দুঃখ কষ্টও বের হবে না।।
রমাদান মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقَ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخير أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জ্বীনদের শৃঙখলাবদ্ধ করে ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না; জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও আর বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেনঃ হে কল্যাণকামী অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দান। প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে।"[1]

1তিরমিযী,হাদীস নং:৬৮২

প্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং প্রথম যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে

প্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেঃ

১,রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় দিয়ে দরজা খোলার অনুমতি চাইলে জান্নাতের রক্ষক বলবে, কে আপনি? আমি বলব, মুহাম্মদ, তিনি বলবেন, আপনার জন্যই দরজা খোলার অনুমতি আছে কারও জন্য দরজা খোলার অনুমতি নাই।" , আপনার পূর্বে কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলার অনুমতি নাই”1

1মুসলিম, হাদীস নং: ১৯৬

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উম্মতের অধিকারী, আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়া দিব খুলতে যাব)।1

২-উম্মতে মুহাম্মাদীঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ،

فَاخْتَلَفُوا ، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ - قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ - فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমরা সর্বশেষ উম্মাত, কিন্তু কিয়ামতের দিন থাকবো সবার অগ্রবর্তী। তবে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। এটি তাদের সেই দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এই দিনটি সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হলো। আল্লাহ্ আমাদেরকে দিনটির ব্যাপারে হেদায়েত দান করেছেন। তিনি ব লেন, এটি জুম 'আর দিন আজকের দিন আমাদের, (অতএব, তারা আমাদের পশ্চাদগামী), ইহুদীরা পরের দিন (শনিবার) এবং খৃস্টানরা তার পরের দিন (বরিবার)।" 1

৩-গরীব মিসকীনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ

وفي لفظ : يَدْخُلُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই পাঁচশ বছর হল আখিরাতের এক দিনের অর্ধেক।"

তিরমিযীর অন্য রেওয়ায়েতে আছে, "দরিদ্র মুসলমানগন ধনীদের অর্ধেক দিন পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধেকদি ন হল পাঁচশ বছরের সমান।" 2

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا«

1মুসলিম, হাদীস নং ৮৫৫।

2 তিরিমিযী, হাদীস নং ২৩৫৩-২৩৫৪।

জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "দরিদ্র মুসলমানগন ধনীদের চল্লিশ খারিফ তথা চল্লিশ বছর পূর্বেই জান্নাতে হবে।" 1 দাখেল

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ، بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا»

আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের চল্লিশ খারিফ তথা চল্লিশ বছর পূর্বেই জান্নাতে দাখিল হবে।"2

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বলা যায় যে, -আল্লাহ ই ভাল জানেন- দরিদ্রগণ কেউ ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে, কেউ চল্লিশ বছর পূর্বে তাদের আমলের অবস্থা অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন মুমিন গুনাহগার বান্দাহ তাদের পাপের পরিমাণ অনুযায়ী জাহান্নামে থাক বে। দরিদ্রগণ যারা আগে জান্নাতে যাবে তাদের মর্যাদা পরে জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেয়ে বেশী হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং কখনও কখনও যারা পরে জান্নাতে যাবে তাদের মর্যাদা আগে প্রবেশকারীদের চেয়ে বেশী

---

1 তিরিমিযী, হাদীস নং ২৩৫৫।

2 মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮০।

হতে পারে। ধনীদের সম্পদের হিসেব দেয়ার পরে যখন দেখা যাবে যে, তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে, বিভিন্ন সৎকর্ম, কল্যানকর, দান সদকা ও ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে তারা আগে জান্নাতে প্রবেশকারী দরিদ্র লোক যাদের এ আমল নাই তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদা লাভ করবে। বিশেষ করে ধনী যখন দরিদ্র লোকের ন্যায় অন্যান্য আমলও করেছে ও সম্পদের দ্বারা আরো বেশী আমল করেছে তাদের মর্যাদা অনেক বেশী হবে। আল্লাহ কারো আমল নষ্ট করেন না।

অতঃএব, এখানে দুটি বৈশিষ্ট্য একটা হলো অগ্রে জান্নাতে প্রবেশ, অন্যটি হলো উঁচু মর্যাদা লাভ। কখনও কখনও এ দুটি গুণ এক সাথে পাওয়া যেতে পারে আবার কখনও কখনও আলাদাভাবেও পাওয়া যেতে পারে। ফলে কেউ অগ্রভাগেই উচ্চ মর্যাদা নিয়ে জান্নাতে যেতে পারে। আবার কারও অগ্রভাগে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হতে পারে তবে উচ্চ মর্যাদা

নাও হতে পারে। আবার কেউ উপরোক্ত দুটি গুণের কারণে পরে জান্নাতে গিয়েও উঁচু মর্যাদাবান হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।1

হাদিউল আরোআহঃ পৃষ্ঠা ১৩৪।

জাহান্নামীদের অভিবাদনঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ۬ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾

"তিনি বলবেন, 'আগুনে প্রবেশ কর জিন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে '। যখনই একটি দল প্রবেশ করবে, তখন পূর্বের দলকে তারা লা'নত করবে। অবশেষে যখন তারা সবাই তাতে একত্রিত হবে তখন তাদের পরবর্তী , দলটি পূর্বের দল সম্পর্কে বলবে 'হে আমাদের রব এরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই আপনি তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ আযাব দিন'। তিনি বলবেন, 'সবার জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না'। [সূরা আল-আ'রাফ: ৩৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

هٰذَا ؕ وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿ۙ۵۵﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۵۶﴾هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ﴿ۙ۵۷﴾وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿ؕ۵۸﴾هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿۵۹﴾قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ﴿۶۰﴾

"এমনই, আর নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম নিবাস। জাহান্নাম, তারা সেখানে অগ্নিদগ্ধ হবে। কতই না নিকৃষ্ট সে নিবাস! এমনই, সুতরাং তারা এটি আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরো রয়েছে এ জাতীয় বহুরকম আযাব। এই তো এক দল তোমাদের সাথেই প্রবেশ করছে, তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন। নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে। অনুসারীরা বলবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো নেই কোন অভিনন্দন। তোমরাই আমাদের জন্য এ বিপদ এনেছ। অতএব কতই না নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল!" [সূরা সোয়াদ: ৫৫-৬০]

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّۃَ بَیۡنِکُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ ثُمَّ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یَکۡفُرُ بَعۡضُکُمۡ بِبَعۡضٍ وَّ یَلۡعَنُ بَعۡضُکُمۡ بَعۡضًا ۫ وَّ مَاۡوٰىکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِیۡنَ ﴿ۙ۲۵﴾

"আর ইবরাহীম বলল, 'দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে মিল-মহব্বতের জন্যই তো তোমরা আল্লাহ ছাড়া মূর্তিদেরকে গ্রহণ করেছ। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা 'নত করবে, আর তোমাদের নিবাস জাহান্না ম এবং তোমাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী।" [সূরা আল্-আনকাবূত: ২৫]

জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী

অধিকাংশ জান্নাতি

১- উম্মতে মুহাম্মাদি:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ، قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ ؟ قَالَ : " أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُ ونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ (হাশরের দিন) ডাকবেন, হে আদম! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, জাহান্নামী দল কারা? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় (চরম ভয়ের কারণে) ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তাঁর গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল

সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (প্রতি হাজারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়া 'জুজ-মা'জুজ হবে। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি তোমরা (যারা আমার উম্মত) সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হ বে। (আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন) আমরা এ সুসংবাদ শুনে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশাকরি তোমরা সমস্ত জান্না তবাসীদের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আমরা আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায়
এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা কালো ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম।"[1]

২-দরিদ্র লোক:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» "ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বললেন, আমি জান্নাতের অধিবাসীর হিসাব অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক। আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি দেখেছি এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।" 2

৩-মহিলা:

জান্নাতী হুরদের পাশাপাশি দুনিয়ার নারীসহ অধিকাংশ জান্নাতী হবে নারী। তবে শুধু দুনিয়ার নারীদের হিসেবে তারা জান্নাতীদের সংখ্যায় কম হবে এবং অধিকাংশ জাহান্নামী হবে।

ففي صحيح مسلم أن ابن عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَّرُوا الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوَ لَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ
زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ

1 বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪৮।
2বুখারী, হাদীস নং ৩২৪১।

لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ

মুসলিমে ইবন 'উলাইবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আইয়ুব রহ. সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মুহাম্মদ রহ. থেকে বলেন: লোকেরা হয়ত গর্ব প্রকাশ করে বলল, অথবা আলোচনা করে বলল, জান্নাতে পুরুষ বেশী হবে, না মহিলা! এ কথা শুনে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নি যে, "প্রথম দলটি যেটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের আকৃতিতে প্রবেশ করবে, তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আকাশে প্রজ্জলিত নক্ষত্রের মত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুইজন স্ত্রী থাকবে। তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্য এত বেশি হবে, চামড়ার উপর দিয়ে তাদের পায়ের নলার মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতে আশ্চর্য বলতে কিছু নাই।"1

অধিকাংশ জাহান্নামী

১-ইয়া'জুজ মা'জুজঃ

উপরিউক্ত আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস, আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে ডেকে বলবেন, জাহান্নামী দলটিকে বের করো, তিনি বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا.

"তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর ইয়া'জুজ-মা'জুজ থেকে হবে এক হাজার।" 2

____

1মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৪।
2 মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৪৮।

2-নারীঃঅধিকাংশ জাহান্নামী হবে নারীরা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে বললেন, "হে
মহিলা সমাজ! তোমরা বেশীকরে দান সদকা করো এবং অধিক পরিমাণে তাওবা করো। কেননা আমি তোমা দের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখেছি। এ সময় তাদের মধ্য থেকে এক বুদ্ধিমতি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অধিকাংশ কেন দোযখী? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা খুব বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" 1

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء«َ

"ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বললেন, আমি জান্নাতের অধিবাসীর হিসাব অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক।
আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি দেখেছি এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।"2

---

1 মুসলিম,হাদীস নং:৭৯
2বুখারী,হাদীস নং:৩২৪১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوا، فَيَقُولُ اللهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْ ثَالِ الدُّنْيَا

- فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي - أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي - وَأَنْتَ المَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً

আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে ও ভরপুর দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ্ তা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কা বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো আলা বলবেন, যাও ছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ্ তা 'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য দুনিয়ার সমতুল্য এবং তার দশগুণ বরাদ্দ দেয়া হল, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুনিয়ার দশ গুণ তোমাকে দেয়া হল। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রুপ বা হাসি ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বললেন, এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।"1

وعن المغيرة بن شعبة الله يرفعه: سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، قَالَ: رَب

মুগীরা ইবনে শো 'বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত, মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর রবকে জিজ্ঞেস করলেন, "একজন নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর কিরূপ মযার্দা হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সমস্ত জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে প্রভু, এখন ওখানে গিয়ে কি করবো? প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্ব স্ব স্থান ও যা যা নেয়ার তা নিয়ে ফেলেছে। আমি ওখানে গিয়ে কিছুই তো পাবো না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে,

দুনিয়ার যে কোন বাদশার রাজ্যের সম পরিমাণ এক রাজত্ব তোমাকে দেয়া হবে? সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার প্রভু, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাকে তা দেয়া হল এবং তার দ্বিগুণ তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ দেয়া হল। পঞ্চম বারে সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, হে আমার রব। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমাকে তা দেয়া হলো এবং তার দশগুণ পরিমাণ দেয়া হলো। আর তোমাকে তাও দেয়া হলো, যা তোমার মন চায় ও চোখে ভাল লাগে। সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"2

1বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭১, মুসলিম, হাদীস নং ১৮৬।

2মুসলিম,হাদীস নং ১৮৯

সর্বনিম্ন জাহান্নামীদের শাস্তিঃ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ، عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي المِرْجَلُ وَالقُمْقُمُ

وفي رواية لمسلم: (مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামতের দিন সর্বাধিক হালকা আযাব যাকে দেয়া হবে, সে হল, ঐ ব্যক্তি যাকে আগুনের কয়লার দুটি জুতো পরানো হবে। তার মগজ এরকম টগবগ করতে থাকবে যেমনটি টগবগ করতে থাকে পিতলের পাতিলের গরম পানি।"1

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, "অথচ সে তার মত এত কষ্ট বা শাস্তি আর কাউকে দিচ্ছে বলে বিশ্বাস করতে পারবে না।"2

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমাদের এ অগ্নি যা আদম জাহান্নামের অগ্নির তাপমাত্রার সত্তর সন্তানগণ প্রজ্জলিত করে তা ভাগের একভাগ। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর কসম! এ আগুন কি যথেষ্ট ছিল না? তিনি বললেন, সে আগুন তো এ আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুন বেশী তাপমাত্রা সম্পন্ন। এ উনসত্তরের প্রতিটি গুন দুনিয়ার আগুনের সমমানের।" [3]

—————————————

1বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬২, মুসলিম, হাদীস নং ২১৬৩/

2মুসলিম, হাদীস নং ২১৩।

3মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৩।

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتكت النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكل بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ:نفس في الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِير. ِ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নাম তাঁর রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাঁকে দু 'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে গ্রীষ্মের উষ্ণতা ও শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃশ্বাসের প্রভাব)।"।

عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا

শাকীক রহ. আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন এর মধ্যে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশতা। তারা তা টেনে নিয়ে যাবে।" 2

—————————————

1বুখারী, হাদীস নং ৩২৬০।
2 মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪২।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ

সামুরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক বলেছেন, "জাহান্নামীদের কাউকে তো অগ্নি তার উভয় টাখনু পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, আবার কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে এবং কাউকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।1

এ হাদীসে জাহান্নামীদের আযাবের তার তম্য বুঝানো হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি আরো পানাহ চাচ্ছি সে সব কথা ও কাজ থেকে যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে।

____________________মুসলিম,হাদীস নং ২৮৪৫

জান্নাতি ও জাহান্নামীদের পোশাক পরিচ্ছেদ

জান্নাতিদের পোশাক পরিচ্ছেদঃ

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِیۡعُ اَجۡرَ مَنۡ اَحۡسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾ اُولٰٓئِکَ لَہُمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہِمُ الۡاَنۡہٰرُ یُحَلَّوۡنَ فِیۡہَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَہَبٍ وَّ یَلۡبَسُوۡنَ ثِیَابًا خُضۡرًا مِّنۡ سُنۡدُسٍ وَّ اِسۡتَبۡرَقٍ مُّتَّکِئِیۡنَ فِیۡہَا عَلَی الۡاَرَآئِکِ ؕ نِعۡمَ الثَّوَابُ ؕ وَ حَسُنَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿۳۱﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয় আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করব না যে সুকর্ম করেছে। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূ হ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল !।" [সূরা আল-কাহফ: ৩০-৩১]

عٰلِیَهُمۡ ثِیَابُ سُنۡدُسٍ خُضۡرٌ وَّ اِسۡتَبۡرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوۡۤا اَسَاوِرَ مِنۡ فِضَّۃٍ ۚ وَ سَقٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُوۡرًا ﴿۲۱﴾

"তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।" [সূরা আল্-ইনসান: ২১]

اِنَّ اللّٰهَ یُدۡخِلُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ﴿۲۳﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক- পরিচ্ছদ হবে রেশমের।" [সূরা আল-হাজ্জ: ২৩]

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ﴿۳۳﴾

"চিরস্থায়ী জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে। যেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।" [সূরা: ফাতির: ৩৩]

আল-ইসতাবরাক: হলো যা কারুকার্যখচিত রেশমী পোশাক।1
কেউ কেউ বলেন, ঘন রেশমী কাপড়, কেউ আবার বলেছেন, স্বর্ণখচিত রেশমী কাপড়, বা রেশমের কাপড়।2

আদ-দিবাজ: সিল্কের তৈরি পোশাক।3

আস-সুনদুস: সূক্ষ্ম রেশমের তৈরি এক ধরণের রেশমী কাপড়।4

আদ-দুররা: মহামূল্যবান মণিমুক্তা।5

عن أبي هريرة الله قال: سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءِ«ُ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আমি আমার দোস্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে কিয়ামতের দিন মু 'মিনের যে পর্যন্ত তার উযুর পানি পৌছব, সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে।6

عن عبد الله بن مسعود الله ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ ضَوْءُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ

---

1 আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস, লেখক ইবন আসীর: ১/৪৭।

2 আল-কামুন আল-মুহীত: পৃষ্ঠা ১৯২০।

3আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস: ১/৪৭।

4আল-কামুস আল-মুহীত: পৃষ্ঠা ৭১০।

5আল-কামূস আল-মুহীত: পৃষ্ঠা ৫৫০।

6মুসলিম, হাদীস নং ২৫০/

أَحْسَنِ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، يُرَى مُخُّ سُوقِهِ مَا مِنْ وَرَاءِ لُحُومِهِمَا وَحُلَلِهِمَا كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ
أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، يُرَى مُخُّ سُوقِهِ مَا مِنْ وَرَاءِ لُحُومِهِمَا وَحُلَلِهِمَا كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রথম দল যেটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। আর দ্বিতীয় জামাত যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আসমানে প্রজ্জলিত নক্ষত্র হতেও অধিক সুন্দর হবে। তাদের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য 'হুরে ঈন' থেকে দুটি করে স্ত্রী থাকবে। আর প্রতিটি স্ত্রীর জন্য সত্তরটি চাদর থাকবে। তাদের পায়ের গোড়ালীর মগজ তাদের চামড়ার উপর থেকে দেখা যাবে। আর তাদের চাদরের সৌন্দর্য হল, সাদা কাঁচের গ্লাসে লাল মদের মত।"।1

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী কাপড় হাদিয়া দেয়া হয়েছিল, লোকজন কাপড়টি দেখে খুব আশ্চর্য হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

تَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ؟

"তোমরা এটা দেখে আশ্চর্য হলে? অথচ জান্নাতে সা'দ ইবন মু'য়ায এর রুমাল এর চেয়েও অধিক উত্তম।" 2

1আল-মু'জাম আল-কাবীর, লেখক: ইমাম তাবরানী, হাদীস নং ১০৩২১।

2বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৮, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬৮।

জাহান্নামীদের পোশাক পরিচ্ছেদঃ

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের পোশাকের কথা কুরআনে বর্ণনা করেছে, এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡۖ
فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ﴿١٩﴾

"এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে।" [সূরা আল-হাজ্জ: ১৯-২০]

وَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٖ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾

"আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে।" [সূরা ইবরাহিম: ৪৯-৫০]

قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّار(ٍ

তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। সাঈদ ইবন জুবায়ের রহ. বলেন, তামার তৈরি পোশাক যা উত্তাপ দিলে অত্যধিক গরম হয়।

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। সাঈদ ইবন জুবায়ের রহ. বলেন, তামার পাত্রে পানি ফুটানো হবে, ফলে তা মারাত্মক গরম হবে। তাদের মাথায় ঢেলে দিলে পেট থেকে সব গলে বের হবে এবং ও চামড়া জ্বলে পুড়ে যাবে।1

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

তারা শিকলে বাঁধা থাকবে। অর্থাৎ এক জনের সাথে অন্য জনকে বেঁধে রাখা হবে।

'তাফসীরে ইবন কাসীর, ৩/২১৩, ৪/৪২, ৪৬৫, তাফসীরে বাগভী: ৪/৬৭, ৪৩৮।

প্রত্যেক শ্রেণির অপরাধীকে সম অপরাধীর সাথে বেঁধে রাখা হবে।1

سَرَابِي لُهُم مِّن قَطِرَانٍ

তাদের পোশাক হবে আলকাতরার। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তামার দ্রবীভূত গরম পোশাক। 2

، الأشعري قال : إن النبي ﷺ قَالَ: أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجاهلية، لا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعُ مِنْ جَرَبٍ

আবু মালিক আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াত বিষয়ের চারটি জিনিস রয়েছে যা তারা ত্যাগ করছে না। বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব, অন্যের বংশের প্রতি কটাক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে! বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতদের জন্য বিলাপ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বিলাপকারী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের

দিনে তাঁকে দাঁড় করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোষাক থাকবে।" 3

----

1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ২/৫৪৫।

2 পূর্বসূত্র।

3মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৪।

জান্নাত ও জাহান্নামের বিছানা

জান্নাতীদের বিছানাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
مُتَّكِـِٕیۡنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ ؕ وَ جَنَا الۡجَنَّتَیۡنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾

"সেখানে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে এবং দুই জান্নাতের ফল-ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী।" [সূরা আর-রহমান: ৫৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَّ فُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ﴿۳۴﴾

"(তারা থাকবে) সুউচ্চ শয্যাসমূহে।" [সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

مُتَّكِـِٕیۡنَ عَلٰی رَفۡرَفٍ خُضۡرٍ وَّ عَبۡقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿۷۶﴾

"তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে।" [সূরা আর-রহমান: ৭৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فِيۡهَا سُرُرٌ مَّرۡفُوۡعَةٌ ﴿۱۳﴾ وَّ اَكۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَةٌ ﴿۱۴﴾ وَّ نَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَةٌ ﴿۱۵﴾ وَّ زَرَابِیُّ مَبۡثُوۡثَةٌ ﴿۱۶﴾

"সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ। আর প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ। আর সারি সারি বালিশসমূহ। আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি।" [সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৩-১৬]

الزمارق অর্থ বালিশ।

العبقري বিছানা, কারো মতে, বিছানো সব কিছুকে العبقري বলে। এটা অতিরিক্ত গুণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

জাহান্নামীদের বিছানাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ اسۡتَكۡبَرُوۡا عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ اَبۡوَابُ السَّمَآءِ وَ لَا یَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّۃَ حَتّٰی یَلِجَ الۡجَمَلُ فِیۡ سَمِّ الۡخِیَاطِ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجۡزِی الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۴۰﴾ لَهُمۡ مِّنۡ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنۡ فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٍ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجۡزِی الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۴۱﴾

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রতে প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিদান দেই। তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের বিছানা এবং তাদের উপরে থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন। আর এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিদান দেই।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৪০-৪১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

لَهُمۡ مِّنۡ فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنۡ تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوۡنِ ﴿۱۶﴾

"তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। 'হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকেই ভয় কর।" [সূরা আয-যুমার: ১৬]

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের খাদ্য

জান্নাতীদের খাদ্যঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ٱدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ اَنۡتُمۡ وَ اَزۡوَاجُکُمۡ تُحۡبَرُوۡنَ ﴿۷۰﴾ یُطَافُ عَلَیۡهِمۡ بِصِحَافٍ مِّنۡ ذَهَبٍ وَّ اَکۡوَابٍ ۚ وَ فِیۡهَا مَا تَشۡتَهِیۡهِ الۡاَنۡفُسُ وَ تَلَذُّ الۡاَعۡیُنُ ۚ وَ اَنۡتُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۷۱﴾ وَ تِلۡکَ الۡجَنَّۃُ الَّتِیۡۤ اُوۡرِثۡتُمُوۡهَا بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۷۲﴾ لَکُمۡ فِیۡهَا فَاکِهَۃٌ کَثِیۡرَۃٌ مِّنۡهَا تَاۡکُلُوۡنَ ﴿۷۳﴾

"তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণখচিত খালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। আর এটিই জান্নাত, নিজদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭০-৭৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

اِنَّ الۡمُتَّقِیۡنَ فِیۡ جَنّٰتٍ وَّ نَعِیۡمٍ ﴿۱۷﴾ فٰکِهِیۡنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمۡ رَبُّهُمۡ ۚ وَ وَقٰهُمۡ رَبُّهُمۡ عَذَابَ الۡجَحِیۡمِ ﴿۱۸﴾ کُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِیۡٓـًٔا بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۹﴾ مُتَّکِئِیۡنَ عَلٰی سُرُرٍ مَّصۡفُوۡفَۃٍ ۚ وَ زَوَّجۡنٰهُمۡ بِحُوۡرٍ عِیۡنٍ ﴿۲۰﴾ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ اتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّیَّتُهُمۡ بِاِیۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّیَّتَهُمۡ وَ مَاۤ اَلَتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ کُلُّ امۡرِیًٔۢ بِمَا کَسَبَ رَهِیۡنٌ ﴿۲۱﴾
وَ اَمۡدَدۡنٰهُمۡ بِفَاکِهَۃٍ وَّ لَحۡمٍ مِّمَّا یَشۡتَهُوۡنَ ﴿۲۲﴾ یَتَنَازَعُوۡنَ فِیۡهَا کَاۡسًا لَّا لَغۡوٌ فِیۡهَا وَ لَا تَاۡثِیۡمٌ ﴿۲۳﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা (থাকবে) জান্নাতে ও প্রাচুর্যে। তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তা উপভোগ করবে, আর তাদের রব তাদেরকে বাঁচাবেন জ্বলন্ত আগুনের আযাব থেকে। তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর, তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে। সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদেরকে মিলায়ে দেব ডাগরচোখা হুর-এর সাথে। আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব

না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। আর আমি তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফলমূল ও গোশত যা তারা কামনা করবে। তারা পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে; সেখানে থাকবে না কোন বেহুদা কথাবার্তা এবং কোন পাপকাজ।" [সূরা আত-তুর: ১৭-২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾

"আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে। আর পাখির গোশ্ নিয়ে, যা তারা কামনা করবে।" [সুরা আল-ওয়াকিয়া' ২০-২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾فَهُوَ فِیْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾فِیْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না। তখন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ'। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব'। সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে। সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ নিকটবর্তী থাকবে। (বলা হবে,) 'বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর।" [সূরা আল-হাক্কাহ: ১৮-২৪]

জাহান্নামীদের খাদ্যঃ

১-যাক্কুম বৃক্ষ:আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾

"তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা, তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি পান করবে প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি। অতঃপর তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণাতুর উটের ন্যায়। প্রতিফল দিবসে এই হবে তাদের মেহমানদারী।" [সূরা: আল-ওয়াকিয়া: ৫১-৫৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوۡمِ ﴿۴۳﴾طَعَامُ الۡاَثِیۡمِ ﴿ۖۛ۴۴﴾کَالۡمُهۡلِ ۚۛ یَغۡلِیۡ فِی الۡبُطُوۡنِ ﴿۴۵﴾کَغَلۡیِ الۡحَمِیۡمِ ﴿۴۶﴾

"নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত।" [সূরা আদ-দুখান: ৪৩-৪৬]

যাক্কুম: দুর্গন্ধযুক্ত ভয়ানক বৃক্ষ, জাহান্নামীরা এটা খেতে খুবই অপছন্দ করবে,তারা অত্যন্ত অপছন্দ সত্ত্বেও ক্ষুধার যন্ত্রনায় যাক্কুম বৃক্ষ গ্রহণ করবে। যেমন আরবদের কথা... কেউ মারাত্মক অপছন্দ সত্ত্বেও খাবার খেলে বলে যাক্কুম খেয়েছে। 1

পাপীদের খাদ্য: পাপী ও অন্যায়ীর খাদ্য। 2

গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে: ফুটন্ত গরম পানি যেমন ফুটতে থাকে তেমনিভাবে তাদের পেটে গলিত তামার মত ফুটতে থাকবে। 3

২-আল-গীসলীন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَیۡسَ لَهُ الۡیَوۡمَ هٰهُنَا حَمِیۡمٌ ﴿۳۵﴾وَّ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ غِسۡلِیۡنٍ ﴿۳۶﴾لَّا یَاۡکُلُهٗۤ اِلَّا الۡخَاطِـُٔوۡنَ ﴿۳۷﴾

"অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না। আর ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না , অপরাধীরাই শুধু
তা খাবে।" [সূরা আল্-হাক্কাহ: ৩৫-৩৭]

আল-গীসলীন: হলো জাহান্নামে কাফিরদের শরীর থেকে ক্ষত-

নিংসৃত পূঁজ। কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামীদের বমি, এটা ক্ষত-নিংসৃত পুঁজের মত। কারো মতে জাহান্নামীদের শরীর থেকে

নির্গত রক্ত ও পানি। 4

----

1 তাফসীরে বাগভী: ৪/১৫৪।

2 তাফসীরে বাগভী: ৪/১৪৬-১৫৪।

3 তাফসীরে বাগভী: ৪/১৫৪, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/১৪৬।

4 গরীবুল কুরআন, লেখক আল-আসফেহানী: পৃষ্ঠা ৩৬১, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩৯০, তাফসীরে
ইবন কাসীর: ৪/৪১৭।

৩-কাঁটাযুক্ত খাদ্য: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ لَدَيۡنَاۤ اَنۡکَالًا وَّ جَحِيۡمًا ﴿۱۲﴾ۙ وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّۃٍ وَّ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿۱۳﴾

"নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রজ্জ্বলিত আগুন। ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ১২-১৩]

কাঁটাযুক্ত খাদ্য গলায় আটকে যাবে, তা ভিতরেও যাবে না আবার বের ও হবে না। কেউ কেউ বলছেন, এটা যাক্কুম ও দরী'।1

৪-আদ-দরী বা কাঁটা বিশিষ্ট গুল্ম: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ ضَرِيۡعٍ ۙ﴿۶﴾ لَّا يُسۡمِنُ وَ لَا يُغۡنِيۡ مِنۡ جُوۡعٍ ؕ﴿۷﴾

তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। [সূরা আল-গাশিয়া: ৬-৭]

আদ-দরী' বা কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম: কেউ কেউ বলেছেন, এটা কাঁটাযুক্ত লতা, কুরাইশরা একে আশ-শাবরিক বলে, যখন এটা শুকায় তখন একে আদ-দরী' বলা হয়, এটা খুবই ভয়ানক খাবার। 2

----
* তাফসীরে বাগভী: ৪/৪১০, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৩৮।

2 গরীবুল কুরআন, লেখক আল-আসফেহানী: পৃষ্ঠা ৩৬১, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৭৮|

জান্নাতীদের পানীয় ও এর নহরসমূহ এবং জাহান্নামীদের পানীয়

জান্নাতীদের পানীয়ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الْاَبْرَارَ یَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ﴿۵﴾عَیْنًا یَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ یُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِیْرًا ﴿۶﴾

নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। [সূরা আল-ইনসান: ৫-৬]

আল্লাহর বাণীঃ

يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا)) [الانسان[٥ :

"তারা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর।" অর্থাৎ জান্নাতীরা এমন পাত্র থেকে পান করবে যাতে শরাব থাকবে আর এর মিশ্রণ হবে কাফুর। কাফুরের সুগন্ধি ও শীতলতা সবারই জানা আছে। এ ছাড়াও এতে জান্নাতের স্বাদ মিশে এক আলাদা মজাদার পানীয় হবে।1

কারো মতে, কাফুর দ্বারা মিশ্রণ হবে আর মিসকের দ্বারা পরিবেশন করা হবে। 2

তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৫৫।
2 তাফসীরে বাগভী: ৪/৪২৭।

আল্লাহর বাণী:

يُفَجِرُونَهَا تَفْجِيرًا) [الانسان[٦ :

"তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করাবে।" চাই তারা তাদের ভবন বা আসনের পাশ দিয়ে হোক বা অন্য যে কোন জায়গা দিয়ে হোক, তাদের ইচ্ছা মতই প্রবাহিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ يُطَافُ عَلَيۡهِمۡ بِاٰنِيَۃٍ مِّنۡ فِضَّۃٍ وَّ اَكۡوَابٍ كَانَتۡ قَؔوَارِيۡرَاۡ ﴿۱۵﴾قَؔوَارِيۡرَاۡ مِنۡ فِضَّۃٍ قَدَّرُوۡهَا تَقۡدِيۡرًا ﴿۱۶﴾وَ يُسۡقَوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنۡجَبِيۡلًا ﴿۱۷﴾عَيۡنًا فِيۡهَا تُسَمّٰى سَلۡسَبِيۡلًا ﴿۱۸﴾

"তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- রূপার ন্যায় শুভ্র স্ফটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা, সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল।" [সূরা: আল-ইনসান: ১৫-১৮]

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا

তারা এ সব পান পাত্র থেকে আদা মিশ্রিত সূরা পান করবে। কখনও তাদের পানীয়তে কাফুর মিশ্রিত থাকবে যা শীতল, আবার কখনও আদা মিশ্রিত থাকবে যা উষ্ণ হবে।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

সালসাবীল হলো জান্নাতের একটি ঝর্ণা। জান্নাতীরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তা প্রবাহিত করতে পারবে। 1

1তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৫৭, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৩৬।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ ﴿۲۵﴾خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَ فِيۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ ﴿۲۶﴾وَ مِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ ﴿۲۷﴾عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿۲۸﴾

"তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিসক। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম

থেকে। তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।"[সূরা আল-মুতাফফিফীন: ২৫-২৮]

الرحيق। তারা জান্নাতে সুদেয় সূরা পান করবে, আর রহীক হলো এক ধরণের মদ। আর তাদের সর্বশেষ পানীয় হবে মিসকের দ্বারা।

কারো মতে, রূপার ন্যায় সাদা পানীয় যা সীল মোহর করা থাকবে। 1

وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ

রাহীকের মিশ্রণ হবে তাসনীম নামে পানীয় দ্বারা। এটা জান্নাতের সর্বোত্তম শরাব। এজনাই আল্লাহ বলেছেন,

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে। 2

1তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৮৭, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৬১।

2তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৮৮, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৬২।

জান্নাতের নহরসমূহঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مَثَلُ الۡجَنَّۃِ الَّتِیۡ وُعِدَ الۡمُتَّقُوۡنَ ؕ فِیۡہَاۤ اَنۡہٰرٌ مِّنۡ مَّآءٍ غَیۡرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنۡہٰرٌ مِّنۡ لَّبَنٍ لَّمۡ یَتَغَیَّرۡ طَعۡمُہٗ ۚ وَ اَنۡہٰرٌ مِّنۡ خَمۡرٍ لَّذَّۃٍ لِّلشّٰرِبِیۡنَ ۬ۚ وَ اَنۡہٰرٌ مِّنۡ عَسَلٍ مُّصَفًّی ؕ وَ لَہُمۡ فِیۡہَا مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغۡفِرَۃٌ مِّنۡ رَّبِّہِمۡ ؕ کَمَنۡ ہُوَ خَالِدٌ فِی النَّارِ وَ سُقُوۡا مَآءً حَمِیۡمًا فَقَطَّعَ اَمۡعَآءَہُمۡ ﴿۱۵﴾

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্নাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী

হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?" [সূরা মুহাম্মদ: ১৫]

مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ

অপরিবর্তনশীল নির্মল পানি।।

আল-কাওছার ঝর্ণাঃএটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে।

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُوم السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا»

আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, তার ঘ্রাণ মিসকের চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।"2

---

1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/১৭৭, তাফসীরে বাগভী: ৪/১৮১।

2বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৯, মুসলিম, ২২৯২।

এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত একই হবে, দৈর্ঘ্য হবে এক মাসের দূরত্বের সমান আর প্রস্তও হবে এক মাসের দূরত্ব।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ : " أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আকাশের দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি জলাধারের (নদী) ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মুক্তার তৈরি গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটি কি? তিনি বললেন, এটিই (হাউযে) কাউসার।"।

وفي رواية: " بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ - أَوْ
طِيبُهُ - مِسْكٌ أَذْفَرُ

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি বলেছেন, "আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে এলে দেখি যে তার দু'টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন। এটা ঐ কাউসার যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিসকের সুগন্ধি।" 2

---

1 বুখারী, হাদীস নং ৪৯৬৪।

2বুখারী, হাদীস নং ৬৫৮১

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّآ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انۡحَرۡ ﴿٢﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿٣﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি। অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ।"
[সূরা আল-কাউসার: ১-৩]

إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا: بُعْدًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তখন বলব যে তারা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর অর্থ- তাকে দূর করে দিয়েছে।

জাহান্নামীদের পানীয়ঃ

১-হামীম:আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]

"এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-
বিচ্ছিন্ন করে দেবে?" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

অর্থাৎ প্রচন্ড ফুটন্ত পানি যা সহ্য করা যায় না। ফলে তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।1

1তাফসীরে ইবনে কাসীর,৪/১৭৬

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,
هٰذٰنِ خَصۡمٰنِ اخۡتَصَمُوۡا فِیۡ رَبِّهِمۡ ۫ فَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِیَابٌ مِّنۡ نَّارٍ ؕ یُصَبُّ مِنۡ فَوۡقِ رُءُوۡسِهِمُ الۡحَمِیۡمُ ﴿۱۹﴾ یُصۡهَرُ بِهٖ مَا فِیۡ بُطُوۡنِهِمۡ وَ الۡجُلُوۡدُ ﴿۲۰﴾
"তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে।" [সূরা আল-হাজ্জ: ১৯-২০]

২-সদীদ:আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اسۡتَفۡتَحُوۡا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیۡدٍ ﴿۱۵﴾ مِّنۡ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ یُسۡقٰی مِنۡ مَّآءٍ صَدِیۡدٍ ﴿۱۶﴾ یَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا یَكَادُ یُسِیۡغُهٗ وَ یَاۡتِیۡهِ الۡمَوۡتُ مِنۡ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَیِّتٍ ؕ وَ مِنۡ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِیۡظٌ ﴿۱۷﴾

"আর তারা বিজয় কামনা করল, আর ব্যর্থ হল সকল স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী। এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে। সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছেআযাব।" [সূরা: ইবরাহীম: ১৫-১৭]

সদীদ হলো: কাফিরদের শরীর থেকে নির্গত বমি ও রক্ত।1

عن جابر ، عن النبي ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»

জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, যে ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে, তাকে তিনি "তীনাতুল খাবাল" পান করিযে ছাড়বেন। লোকেরা বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "তীনাতুল খাবান" কি? তিনি বললেন, দোযখবাসীদের যাম বা দোযখবাসীদের প্রস্রাব-পায়খানা।" 2

৩-গলিত ধাতুর মতো পানি:

আল-মুহলি শব্দের অর্থ তেলের গাদ,3 ইহা মারাত্মক ফুটন্ত পানি, এর রঙ কালো ও গন্ধযুক্ত। কাফিররা যখন তা পান করতে চাবে তখন তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এবং মুখের চামড়া ঝলসে যাবে।4

1তাফসীরে ইবন কাসীর: ২/৫৩৭, তাফসীরে বাগভী: ৩/২৯।

2মুসলিম, হাদীস নং ২০০২।

3মুফরাদাত গরীবুল কুরআন, আসফেহানী: পৃষ্ঠা ৪৭৬।

4তাফসীরে ইবন কাসীর: ৩/৮২, 4/৪২১।

وَ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکُمۡ ۟ فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ فَلۡیَکۡفُرۡ ۙ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا لِلظّٰلِمِیۡنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنۡ یَّسۡتَغِیۡثُوۡا یُغَاثُوۡا بِمَآءٍ کَالۡمُهۡلِ یَشۡوِی الۡوُجُوۡهَ ؕ بِئۡسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿۲۹﴾

"আর বলো, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!" [সূরা আল-কাহফ: ২৯]

৪-গাসসাক: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَا یَذُوۡقُوۡنَ فِیۡهَا بَرۡدًا وَّ لَا شَرَابًا ﴿ۙ۲۴﴾ اِلَّا حَمِیۡمًا وَّ غَسَّاقًا ﴿ۙ۲۵﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿ؕ۲۶﴾ اِنَّهُمۡ کَانُوۡا لَا یَرۡجُوۡنَ حِسَابًا ﴿ۙ۲۷﴾ وَّ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا کِذَّابًا ﴿ؕ۲۸﴾ وَ کُلَّ شَیۡءٍ اَحۡصَیۡنٰهُ کِتٰبًا ﴿ۙ۲۹﴾ فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزِیۡدَکُمۡ اِلَّا عَذَابًا ﴿۳۰﴾

"সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়। ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া। উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ। নিশ্চয় তারা হিসাবের আশা করত না। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিল। আর সব কিছুই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করব।" [সূরা আন-নাবা: ২৪-৩০]

গাসসাক: হলো প্রচন্ড ঠান্ডা পানি যা সহ্য করা যায় না। ঠান্ডার কারণে চামড়া জ্বলে যাবে, যেমন আগুনের দ্বারা চামড়া ঝলসে যায়। এটা হলো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ, ঘাম ও ক্ষতের ঘা যা খুবই শীতল ও দুর্গন্ধ।[1]

---

1 তাফসীর ইবন কাসীর: ৪/৪২, ৪৬৫, তাফসীরে বাগভী: ৪/৬৭, ৪৩৮।

৫-ফুটন্ত ঝর্ণার পানি: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وُجُوۡهٌ یَّوۡمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ﴿۲﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ﴿۳﴾ تَصۡلٰی نَارًا حَامِیَةً ۙ﴿۴﴾ تُسۡقٰی مِنۡ عَیۡنٍ اٰنِیَةٍ ؕ﴿۵﴾

"সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে।" [সূরা আল-গাশিয়া: ২-৫]

আনিয়াহ হলো অত্যন্ত ফুটন্ত টগবগ পানি।1

يَطُوۡفُوۡنَ بَيۡنَهَا وَ بَيۡنَ حَمِيۡمٍ اٰنٍ ﴿۴۴﴾

"তারা ঘুরতে থাকবে জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মধ্যে।" [সূরা আর-রাহমান:৪৪]

আরবেরা যখন কোন কিছু অত্যন্ত গরম হয় এবং তা আর গরম হওয়ার বাকী থাকে না তখন তাকে আনিয়াহ বলে। 2

----

1 তাফসীর ইবন কাসীর: ৪/৫০৩, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৭৮।

2 তাখভীফ মিনান নার, ইবন রজব হাম্মালী: পৃষ্ঠা ১৫০।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের শরীরের হাড়সমূহ

জান্নাতীদের হাড়সমূহ,তাদের বয়স ও শক্তিঃ

عن أبي هريرة له عن النبي ﷺ في صفة أهل الجنة، وفيه: «أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' থেকে জান্নাতীদের গুনাবলী সম্পর্কে বলেন, "তাদের স্ত্রীরা হবে ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুর। তাদেরকে একই ব্যক্তির আকৃতিতে সৃষ্টি করা হবে। অর্থাৎ, তাদের পিতা আদম আ. এর আকৃতি। তাদের দৈর্ঘ্য হবে ষাট গজ।"। 1

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الجنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً.«

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "জান্নাতীরা লোমহীন, শ্মশ্রুহীন, কাজলটানা চোখ বিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছরের যুবকরূপে জান্নাতে দাখিল হবে।" 2

1বুখারী, হাদীস নং ৩৩২৭, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৪।

2তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪৫।

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الجِمَاعِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُعْطَى قُوَّةَ

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনকে এত এত সঙ্গম শক্তি দেওয়া হবে। বলা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা করতে সক্ষম হবে কি? তিনি বললেন: তাকে তো একশ জনের শক্তি দেওয়া হবে।" 1

জাহান্নামীদের শরীরের হাড়,তাদের মাড়ির দাঁত ও চামড়াঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الرَّاكِبِ المُسْرِع

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দুরুত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে।" 2

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضِرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কাফিরদের দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হবে এবং তাদের চর্মের দুর্গন্ধ তিন দিনের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছবে।"3

——————————————

1তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩৬।

2বুখারী, হাদীস নং ৬৫৫১।

3 মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫১।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِيۡهِمۡ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُوۡدُهُمۡ بَدَّلۡنٰهُمۡ جُلُوۡدًا غَيۡرَهَا لِيَذُوۡقُوا الۡعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيۡزًا حَكِيۡمًا ﴿۵۶﴾

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব।" [সূরা আন-নিসা:৫৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

تَلۡفَحُ وُجُوۡهَهُمُ النَّارُ وَ هُمۡ فِيۡهَا كٰلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

"আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট।" [সূরা : আল-মুমিনূন: ১০৪]

তাদের দাঁতগুলো বীভৎস হবে, অথবা তাদের চিরুনি হবে আগুনের, ফলে তাদের দাঁতগুলো বের হয়ে থাকবে ও চেহারা বীভৎস হবে।1

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوۡهُهُمۡ فِى النَّارِ يَقُوۡلُوۡنَ يٰلَيۡتَنَاۤ اَطَعۡنَا اللّٰهَ وَ اَطَعۡنَا الرَّسُوۡلَا ﴿۶۶﴾

"যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম"! [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৬]

কাফেরদেরকে উপুড় করে আগুনে জ্বালানো হবে, এতে আযাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদের আযাবের তারতম্য হবে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। 2

---

1 আততাখভীদ মিনান নার: পৃষ্ঠা ১৭১।

2 ফাতহুল বারী: ১১/৪২৩।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ.

'আমর ইবন শু'আইব তার পিতার সূত্রে তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের সূরতে পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। সব দিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। জাহান্নামের বুলাছ নামীয় বন্দীখানায় তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কঠিন অগ্নি তাদের গ্রাস নিবে। জাহান্নামীদের পুঁতি গন্ধময় পূঁজ রক্ত ইত্যাদি তাদের পান করান হবে। [1]

---

[1]তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৯২।

জান্নাতেরবৃক্ষ ও এর ছায়া এবং জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর ছায়া

জান্নাতের বৃক্ষ ও এর ছায়াঃ

عن أبي سعيد الخدري عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা স্ফুর্তিবাজ দ্রুতগামী অশ্বের আরোহী একশ বছর পর্যন্ত সফর করেও অতিক্রম করতে পারবে না।" [1]
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ﴿۲۷﴾فِیۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ﴿۲۸﴾وَّ طَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾وَّ ظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾وَّ مَآءٍ مَّسۡکُوۡبٍ ﴿۳۱﴾وَّ فَاکِهَۃٍ کَثِیۡرَۃٍ ﴿۳۲﴾لَّا مَقۡطُوۡعَۃٍ وَّ لَا مَمۡنُوۡعَۃٍ ﴿۳۳﴾

"আর ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুলগাছের নিচে, আর কাঁদিপূর্ণ কলাগাছের নিচে, আর বিস্তৃত ছায়ায়, আর সদা প্রবাহিত পানির পাশে, আর প্রচুর ফলমূলে, যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না"। [সূরা: আল-ওয়াকিয়া: ২৭-৩৩]

আলেমগণ বলেছেন, এখানে ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৃক্ষের ডাল পালা ও শাখা প্রশাখার বিস্তৃত ছায়া।

____

1 * বুখারী, হাদীস নং ৬৫৫২, মুসলিম, হাদীস নং ২৮২৮।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۴۱﴾وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۴۲﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণা-বহুল স্থানে, আর ফলমূল-এর মধ্যে, যা তারা চাইবে। [সূরা আল-মুরসালাত: ৪১-৪২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۷﴾ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿۴۸﴾فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۹﴾فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿۵۰﴾فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۱﴾فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿۵۲﴾

"আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত। সুতরাং তোমাদের রবের কোন নিআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। সুতরাং তোমাদের রবের কোন নি'আমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে থাকবে দু'টি ঝর্ণাধারা যা প্রবাহিত হবে। সুতরাং তোমাদের রবের কোন নি'আমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল থেকে থাকবে দু' প্রকারের।" [সূরা আর-রাহমান: ৪৬-৫২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ ﴿۶۸﴾

"এ দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার।" [সূরা আর-রাহমান: ৬৮]

আল্লাহর বাণী:

وَ دَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتۡ قُطُوۡفُهَا تَذۡلِيۡلًا ﴿۱۴﴾

"তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে।" [সূরা আল-ইনসান: ১৪]

আল্লাহর বাণী:

فَهُوَ فِیۡ عِیۡشَۃٍ رَّاضِیَۃٍ ﴿۲۱﴾فِیۡ جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ ﴿۲۲﴾قُطُوۡفُهَا دَانِیَۃٌ ﴿۲۳﴾کُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِیۡٓـًٔا بِمَاۤ اَسۡلَفۡتُمۡ فِی الۡاَیَّامِ الۡخَالِیَۃِ ﴿۲۴﴾

"সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে। সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ নিকটবর্তী থাকবে। (বলা হবে,) বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর।" [সূরা আল-হাক্কাহ: ২১-২৪]

আল্লাহর বাণী:

اِنَّ لِلۡمُتَّقِیۡنَ مَفَازًا ﴿ۙ۳۱﴾حَدَآئِقَ وَ اَعۡنَابًا ﴿ۙ۳۲﴾وَّ کَوَاعِبَ اَتۡرَابًا ﴿ۙ۳۳﴾وَّ کَاۡسًا دِهَاقًا ﴿ؕ۳۴﴾لَا یَسۡمَعُوۡنَ فِیۡهَا لَغۡوًا وَّ لَا کِذّٰبًا ﴿ۚ۳۵﴾جَزَآءً مِّنۡ رَّبِّکَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ۙ۳۶﴾

"নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরসমূহ। আর সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী। আর পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা সেখানে কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না। তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল, যথোচিত দানস্বরূপ।"[সূরা আন-নাবা: ৩১-৩৬]

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের সালাতে আঙ্গুরের কাঁদি দেখছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস,

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরেছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পেছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমি তো জান্নাত দেখছিলাম এবং একগুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে,

দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রী লোক।"1

1বুখারী হাদিস নং:১০৫২,মুসলিম হাদিস নং ৯০৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন
সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্বর ব্যবস্থা করা হবে এবং বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্তূপীকৃত করা হবে। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে আদম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই! এতে রাসূলুল্লাহ্ হেসে দিলেন।1

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, জান্নাতে যা কিছু ইচ্ছা পোষণ করা হবে তাই পাবে। কেননা জান্নাত হলো মনে যা চাবে তাই পাবে। চোখে যা ভাল লাগবে তাই পূরণ হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন। 2

---

1 বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৯।

2 ফাতহুল বারী: ৫/২৭/

জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর ছায়াঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

"নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীর খাদ্য; ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত। গলিত তামার মত, উদরসমূহে [সূরা আদ-দুখান: ৪৩-৪৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾

"তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা, তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি পান করবে প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি। অতঃপর তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণাতুর উটের ন্যায়।" [সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৫১-৫৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

"নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। এর ফল যেন শয়তানের মাথা; নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।" [সূরা আস-সাফফাত: ৬৪-৬৭]

আল্লাহর বাণী:

وَ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾

"আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচন্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচন্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়। নিশ্চয়

তারা ইতঃপূর্বে বিলাসিতায় মগ্ন ছিল, আর তারা জঘন্য পাপে লেগে থাকত।" [সূরা: আল-ওয়াকিয়া: ৪১-৪৬]

আল্লাহর বাণী:

فِیۡ سَمُوۡمٍ وَّ حَمِیۡمٍ ﴿۴۲﴾

"আর প্রচন্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়" [সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৪২]

কালো ধোঁয়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

اِنۡطَلِقُوۡۤا اِلٰی ظِلٍّ ذِیۡ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿۳۰﴾لَّا ظَلِیۡلٍ وَّ لَا یُغۡنِیۡ مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۱﴾اِنَّهَا تَرۡمِیۡ بِشَرَرٍ کَالۡقَصۡرِ ﴿۳۲﴾کَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفۡرٌ ﴿۳۳﴾وَیۡلٌ یَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُکَذِّبِیۡنَ ﴿۳۴﴾

"যাও তিন শাখা বিশিষ্ট আগুনের ছায়ায়, যা ছায়াদানকারী নয় এবং তা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মোকাবেলায় কোন কাজেও আসবে না। নিশ্চয় তা (জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ। তা যেন হলুদ উষ্ট্রী। মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ!" [সূরা আল-মুরসালাত: ৩০-৩৪]

উপরিউক্ত আয়াতে ছায়া দ্বারা আগুনের দুর্গময় কালো ধোঁয়াকে বুঝানো হয়েছে। যা আসলে ছায়া নয়, জ্বলন্ত আগুনের মোকাবিলায় কোন কাজে ও আসবে না। অর্থাৎ
জ্বলন্ত আগুনের উষ্ণতা কমাতে পারবে না।1 'সামূল' দ্বারা উষ্ণ হাওয়াকে ও হামীম দ্বারা ফুটন্ত পানিকে বুঝানো হয়েছে। 2

---

1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৬১, ৪৯৫।

2 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/২৯৫।

জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং জাহান্নামে প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদ

জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎঃআল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ اتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُمۡ بِاِيۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَ مَاۤ اَلَتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ كُلُّ امۡرِیًٔۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيۡنٌ ﴿۲۱﴾

"আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে।" [সূরা:আত-তুর: ২১]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানের উপর মৃত্যু বরণকারী মু'মিনের সন্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। যদিও তারা কোন আমল করেনি। কেননা তাদের দ্বারা মু'মিনেরা চক্ষু শীতল করত। ফলে তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে উত্তম আকৃতিতে পিতামাতার সাথে মিলিত হবে।1

এটা হলো আল্লাহর দয়ায় পিতামাতার আমলের বরকতে সন্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি। অন্যদিকে সন্তানের দু'আর বরকতে পিতামাতার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

---

1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/২৪২।

لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দাহর মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। সে বলবে,

হে রব! কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দু'আর ফলে।" 1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه"

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার থেকে সমস্ত কাজ ছিন্ন হয়ে যায়। সে তিনটি ব্যতীত কোন আমলই তার কাছে পৌঁছায় না। এমন কোন সাদকা কাজ, যা সর্বদা প্রচলিত থাকে। কিংবা এমন কোনো ইলম বা জ্ঞান, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। অথবা নেক-সন্তান, যে তার জন্যে দু'আ করে।" 2

---

1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৬১০।

2 মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১।

জাহান্নামে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী,

فَاعۡبُدُوۡا مَا شِئۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ ؕ قُلۡ اِنَّ الۡخٰسِرِیۡنَ الَّذِیۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَهۡلِیۡهِمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ ؕ اَلَا ذٰلِکَ هُوَ الۡخُسۡرَانُ الۡمُبِیۡنُ ﴿۱۵﴾

"বল, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।" [সূরা: আয-যুমার: ১৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فَاَلۡقَوۡا حِبَالَهُمۡ وَ عِصِیَّهُمۡ وَ قَالُوۡا بِعِزَّۃِ فِرۡعَوۡنَ اِنَّا لَنَحۡنُ الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿۴۴﴾فَاَلۡقٰی مُوۡسٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ تَلۡقَفُ مَا یَاۡفِکُوۡنَ ﴿ۚ۴۵﴾

"আর তুমি যালিমদেরকে দেখবে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি'? তুমি তাদেরকে আরো দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর কিয়ামতের দিন মুমিনগণ বলবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজদের ও পরিবার পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। সাবধান! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে।" [সূরা: আশ্-শূরা: ৪৪-৪৫]।

অর্থাৎ তাদের সাথে চিরদিনের বিচ্ছেদ, চাই তার পরিবার পরিজন জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে যাক। অথবা এর মর্মার্থ হলো জাহান্নামে সবাই বাস করবে; কিন্তু তাদের সাথে কোন দেখা সাক্ষাৎ হবে না, তাদের কোন আনন্দ বিনোদন থাকবে না। আর এটাই হলো স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা। কেননা তাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে। চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রিয়জন, বন্ধু বান্ধব, পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, ফলে তাদেরকে ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।1

----

1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৯, ২২১।

জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার এবং জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি

জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কারঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) [يونس[٢٦ :

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরো বেশি কিছু।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬]

আয়াতে 'আল-হুসনা' অর্থ জান্নাত আর 'যিয়াদা' বা আরো বেশী কিছু অর্থ আল্লাহর দিকে তাকানো বা আল্লাহর দীদার লাভ।1

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) [ق[٣٥ :

"তারা যা চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরো অধিক।" সূরা ক্বাফ, আয়াত: ৩৫]

এখানে 'মাযিদ' বা অধিক দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ র চেহারার দিকে তাকানো। 2

'1হাদীউল আরওয়াহ: পৃষ্ঠা ২৮৮।

2হাদীউল আরওয়াহ: পৃষ্ঠা ২৯১।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

"সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। তাদের রবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী।" সূরা কিয়ামাহ, আয়াত: ২২, ২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ থাকে না তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে ঐরূপ দেখতে পাবে। 1

____

1 'বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৩, মুসলিম, হাদীস নং ১৮২।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي البَدْرَ - فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا

জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমা র রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন তোমরা অবশ্যই অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমরা এটি দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব, যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের না মায আদায় করতে যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর। 1

____

1 বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৪, মুসলিম, হাদীস নং ৬৩৩।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوا؟»، قُلْنَا: لَا ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেন: মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন সেদিন তোমারাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক।"1

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ "

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ তা 'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি চাও আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবেন, আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আল্লাহ তা 'আলা পর্দা তুলে নিবেন। আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেওয়া হয়নি।" 2

1বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯।

2মুসলিম, হাদীস নং ১৮১।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا،
فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا"

'আনহু থেকে বর্ণিত, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুমু'আয় জান্নাতী লোকেরা এতে সমবেত হবে। অতঃপর উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধূলা-বালি তাদের মুখমন্ডল ও কাপড় চোপড়ে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের সৌন্দর্য এবং গায়ের রং আরো বৃদ্ধি পাবে । অতঃপর তারা নিজ পরিবারের নিকট ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের গায়ের রং এবং সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহর শপথ! তোমাদের গায়ের সৌন্দর্য আমাদের কাছ হতে যাবার পর বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।"1

1মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৩ |

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ

আবদুল্লাহ ইবন কায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুটি জান্নাত এমন যে, এগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রুপার তৈরি। অন্য দুটি জান্নাত এমন, যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের তৈরি। 'আদন' নামক জান্নাতে জান্নাতিগণ আল্লাহর দীদার লাভকরবেন। এ সময় তাঁদের ও আল্লাহর মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না।"1

----

1 বুখারী, হাদীস নং ৪৮৭৮, মুসলিম, হাদীস নং ১৮০।

জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ ভয়াবহ শাস্তিঃজাহান্নামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كَلَّآ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ ﴿۱۵﴾ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِ ﴿۱۶﴾ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۱۷﴾

"কখনো নয়, নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে। তারপর নিশ্চয় তারা প্র জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর বলা হবে এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।" [সূরা আল্-মুতাফফিফীন: ১৫-১৭]

কাফির ও মুনাফিকদের সবচেয়ে বেশী আযাব হবে।
আল্লাহর বাণী:

اِنَّ الۡمُجۡرِمِيۡنَ فِىۡ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ ﴿ۚ۷۴﴾لَا يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ وَ هُمۡ فِيۡهِ مُبۡلِسُوۡنَ ﴿ۚ۷۵﴾

"নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে স্থায়ী হবে; তাদের থেকে আযাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে।"[সূরা: আয-যুখরুফ: ৭৪-৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزِيۡدَكُمۡ اِلَّا عَذَابًا ﴿۳۰﴾

"সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করব।" [সূরা আন্-নাবা: ৩০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

لَهُمۡ فِيۡهَا زَفِيۡرٌ وَّ هُمۡ فِيۡهَا لَا يَسۡمَعُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

"সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ, আর সেখানে তারা শুনতে পাবে না।" [সূরা: আল-আম্বিয়া: ১০০]
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فَاَمَّا الَّذِيۡنَ شَقُوۡا فَفِى النَّارِ لَهُمۡ فِيۡهَا زَفِيۡرٌ وَّ شَهِيۡقٌ ﴿۱۰۶﴾ۙ

"অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ।" [সূরা: হুদ: ১০৬]

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿۳۶﴾ وَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۷﴾

"আর যারা কুফরী করে,তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালা দেয়া হবে না যে , তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব'। (আল্লাহ বলবেন) 'আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দে ইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাজে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর।আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।[সূরা ফাতির:৩৬-৩৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ يَعْنِي مَكَانَ الدَّمْعِ

আব্দুল্লাহ ইবন কাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নামীরা সারা জীবন
কাঁদতে থাকবে, এমনকি তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালালে তাও চলবে, তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে।

জান্নাতের পথ ও জাহান্নামের পথ

জান্নাতের পথঃ জান্নাতে যাওয়ার উপায় হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।
আল্লাহর বাণী:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহবান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার

হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।" [আল-আনফাল: ২৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿۲۰﴾ۚۖ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না , অথচ তোমরা শুনছ।" [আল-আনফাল: ২০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ﴿۷﴾

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর , আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এ বং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" [সূরা হাশর: ৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

لْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۵۴﴾

"বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।" [সূরা আন্-নূর:৫৪]

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۳﴾

"তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ডাকো রাসূলকে সেভাবে ডেকো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন। অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদা য়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।" [সূরা আন্-নূর: ৬৩]

وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا﴿۷۱﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে , সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।" [সূরা:আল্-আহযাব:৭১]

وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ يُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۱۳﴾

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা [সূরা আন-নিসা: ১৩]

সুতরাং যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে সেই সফলকাম হয়েছে। আল্লাহর বাণী:

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۪ۙ﴿۹﴾

"নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তকে পরিশুদ্ধ করেছে ""। [সূরা আশ-শামস: ৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى«

থেকে বর্ণিত যে , রাসূলুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।"[1]

وعنه الله قال: قال رسول الله : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারা আমার অনুসরণ করে তারা মূলত আল্লাহরই অনুসরণ করল। আর যারা আমার অবাধ্য হলো তারা মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো।" 2

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম উপায় হলো উপকারী ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা। আর তা হলো কুরআন ও সুন্নহের ইলম অর্জন করে

----

1 বুখারী, হাদীস নং ৭২৮০।

2বুখারী, হাদীস নং ২৯৫৭, মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৫।

তদানুযায়ী আমল করা। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»

"যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"1

বান্দাহ যখন জান্নাতীদের আমল করে আল্লাহ তা 'আলা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿۴﴾

"আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম।" [সূরা আদ-দুহা: 8]

1মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯।

জান্নাতে যাওয়ার উপায়সমূহ সংক্ষেপেনিম্নরূপ:

আল্লাহ, ফিরিশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, কিয়ামত ও তাকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনা। শাহাদাতাইন তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অনুযায়ী আমল করা। সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমাদান মাসের সাওম পালন করা সামর্থবান হলে হাজ্জ আদায় করা।এমনিভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তুমি তাকে দেখছ, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে ভাবো তিনি তো তোমাকে দেখছেন। কথা ও কাজে সত্য বাদী হওয়া, আমানতের হেফাযত করা, ওয়াদ পূর্ণ করা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা ইয়াতীম মিসকিন, দাসদাসী ও পশুপাখির প্রতি সহানুভূতি শীল হওয়া, মেহমানের সম্মান করা, একজন মুসলিম ভাইয়ের বি পদে সহযোগিতা করা, বিপদগ্রস্ত মুসলিমের দোষ গোপন করা , লোকের সাহায্য করা একজন তাকে সাহায্য করা, একমাত্র , আল্লাহর জন্য ইবাদাত করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য মহব্বত রাখা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর রহমতের আশা করা, আল্লাহর নিকট তাওবা করা আল্লাহর আদেশের উপর ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, আল্লাহর যিকির করা, তাঁর নিকট দু'আ করা ও চাওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দেবে আর যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে, কেননা আল্লাহ তা 'আলা মুত্তাকিনদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ۚ

"যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"[সূরা আলে ইমরান: ১৩৪]

যাবতীয় কর্মে ইনসাফ করা, আল্লাহর সব মাখলুকের প্রতি ইনসাফ করা; এমনকি কাফিরদের প্রতি ও মানুষকে খানা খাওয়ানো, সালামের প্রসার করা, গভীর রাতে সালাত আদায় করা, সদাচরণ করা, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বা ন করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, মুসলিমদের হিতাকাংখী কিতাব, মুসলিমদের ইমাম ও সাধারণ হওয়া ইত্যাদি। এ সব আমল ও এ ধরনের যে সব আমল আছে যে গুলো দ্বারা একজন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর এটিই হল, মহা সফলতা।' জান্নাতে যাওয়ার সব আমল এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা

সম্ভব নয়। তবে একথায় বলা যায় যে জান্নাতীদের সব আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেছেন,

----

1এসব আমলের অধিকাংশই উল্লেখ আছে মাজমুযায়ে ফতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহঃ ১০/৪২২-৪২৩।

وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ يُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ﴿۱۳﴾

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা [সূরা আন-নিসা: ১৩]

জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহঃ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ অসংখ্য ও অগণিত। সামগ্রিক কারণ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করা । এ পথ জাহান্নামীদের কর্মকান্ডের পথ যা বান্দাহকে মহা ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। তাই জাহান্নামীদের সব ধরণের আমল থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ

আল্লাহর সাথে শরিক করা, নবী ও রাসূলদের অস্বীকার করা, কুফরী করা, হিংসা করা, যুলম ও অত্যাচার করা, আমানতের খিয়ানত করা, প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়া, খিয়ানত করা, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, কার্পণ্য করা, কথা ও কাজে দ্বিমূখী হওয়া, মুনাফেকি করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া,বিপদে ধৈর্যহারা হওয়া, আল্লাহর সীমা লংঘন করা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা অমান্য করা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে ভয় করা, খালেককে বাদ দিয়ে মাখলুক থেকে আশা করা খালেকের উপর ভরসা না করে মাখলুকের উপর ভরসা করা আল্লাহর আযাব হতে নির্ভীক হওয়া কুরআন ও সুন্নাহের বিরোধিতা করা, আল্লাহর নাফরমানি করে মাখলুকের আনুগত্য করা, বাতিলের উপর গোড়ামী করা, আল্লাহর আয়াতের উপহাস করা, সত্যকে অস্বীকার করা, ইলম ও সাক্ষ্যপ্রদানে যা প্রকাশ করা উচিত তা গোপন করা, যাদু করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, আল্লাহর হারামকৃত আত্মাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ দেয়া, অন্যায় ভাবে মানুষের

সম্পদ ভক্ষণ করা , যুধের ময়দান থেকে পালায়ন করা, সতীসাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়া, গীবত করা, চোগলখোরি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মদ্যপান করা, বড়াই করা, অহংকার করা, চুরি করা, মিথ্যা কসম খাওয়া, নারীরা পুরুষের সাথে এবং পু রুষরা নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা, দান করে খোটা দেয়া, মিথ্যা কসম দ্বারা মাল বিক্রি করা, গণক ও জ্যোতিষকে বিশ্বাস করা, প্রাণীর ছবি বানানো, কবরে সেজদা করা, মৃত ব্যক্তির উপর আওয়াজ করে কান্না করা পুরুষদের জন্য পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা, পুরুষদের রেশমি কাপড় ও অলংকার পরিধান করা প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া, ওয়াদা খেলাফ করা, এছাড়াও আরো অন্যন্য আমলসমূহ যা মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছায়। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন'1

জাহান্নামে যাওয়ার সব আমল এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।
তবে সংক্ষেপে বলা যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর সব কাজই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوۡدَہٗ یُدۡخِلۡہُ نَارًا خَالِدًا فِیۡہَا ۪ وَ لَہٗ عَذَابٌ مُّہِیۡنٌ ﴿۱۴﴾

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।" [সূরা আন-নিসা: ১৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِیۡنًا ﴿۳۶﴾

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" [সূরা: আল্-আহযাব: ৩৬]

মাজমুয়ায়ে ফতওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ১০/৪২৩-৪২৪, ইমাম যাহবী রহ. এর কবীরা গুনাহ এবং ইবনে নুহাসের তাম্বীহুল গাফেলীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَ الۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾وَ الۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿۳﴾

"সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" [সূরা আল-আসর: ১-৩]

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম ও সুউঁচু সিফাতের ওয়াসিলায় তাঁর কাছে সরল সঠিক পথের প্রার্থনা করছি। আল্লাহর কাছে মহাসফলতা অর্জনকারী জান্নাতের কামনা করছি আরো তাওফিক কামনা করছি কথা ও কাজে যে সব কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে সেগুলো করার। আল্লাহর কাছে মহা ক্ষতিগ্রস্ত জাহান্নাম থেকে ও যেসব কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে সে সব কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত একনিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণকারী সকলের উপর।

[[রেফারেন্স : আল-কুরআন,বিভিন্ন হাদিস বই, জান্নাত জাহান্নাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বই এবং কিছু পিডিএফ]]